প্রশ্ন:-ট্রাজেডির 'ষরঙ্গ' বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করো।

উত্তর:-আরিস্টটল 'poetics'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্রাজেডির সংজ্ঞা দেওয়ার পর এর ষরঙ্গ বা ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন।এই ছয়টি উপাদান হলো--
১)কাহিনি বা plot।
২)চরিত্র বা character।
৩)ভাষারীতি বা diction।
৪)দৃশ্যসজ্জা বা spectacle।
৫)গান বা melody।
৬)অভিপ্রায় বা ভাবনা বা thought।
এর মধ্যে কাহিনি, চরিত্র ও অভিপ্রায় হলো ট্রাজেডির অন্তরঙ্গ উপাদান এবং রচনারীতি বা ভাষারীতি, গান ও দৃশ্যসজ্জা হলো বহিরঙ্গ উপাদান।সব ট্র্যাজেডিতে ছয়টি উপাদান থাকলেও প্রয়োগকুশলতার ওপরেই ট্রাজেডির সাফল্য নির্ভর করে।যথা--

১)কাহিনিবৃত্ত বা plot --আরিস্টটল ট্রাজেডির ছয়টি উপাদানের মধ্যে plot বা কাহিনিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।তাঁর মতে plot হলো 'ট্রাজেডির আত্মা'।অবশ্য একালে অনেকেই চরিত্রকেই ট্রাজেডির প্রধান অঙ্গ বলে মনে করেন।যেমন-আধুনিক উপন্যাস।কিন্তু আরিস্টটল বলেন- চরিত্র, অভিপ্রায় ও ভাষা এইসব মিলিয়ে যা গড়ে উঠবে,তাই হবে কাহিনি বা plot।কাহিনি হলো একটি বিশেষ ক্রিয়ার অনুকরণ।সেই ক্রিয়ার সংগঠনের মূলে আছে চরিত্র।আর সেই চরিত্রের সমস্ত বিবর্তনকে ধরে আছে এই কাহিনী বা plot।

কোনো মহৎ জীবনের করুন বিনাশের কাহিনি অবলম্বনে ট্রাজেডির বৃত্ত রচিত হয়।এই বৃত্ত বা plot হয় দুরকমের।যথা-a)সরল প্লট এবং b)জটিল প্লট।
সরল প্লট ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কগুলি বোঝা সহজ।কিন্তু জটিল প্লটে সেই সম্পর্ক বেশ জটিল হয়।ট্রাজেডির প্লট অবশ্যই আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যান হবে।তাতে ঘটনাগুলি থাকবে সুবিন্যস্ত।কাহিনির আয়তন হবে পরিমিত।মূল কাহিনির সাথে উপকাহিনি থাকতেই পারে।

আরিস্টটল plot গঠনে তিনটি বিষয়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন।যাদের একসঙ্গে বলা হয় ত্রি-ঐক্য।এই ত্রি-ঐক্য হলো- স্থানগত ঐক্য,কালগত ঐক্য আর বিষয়গত ঐক্য।এই ত্রি-ঐক্য না থাকলে plot ত্রুটিপূর্ণ হয়।

২)চরিত্র বা character : আরিস্টটলের মতে ট্রাজেডির দ্বিতীয় উপাদান হলো-চরিত্র।চরিত্র আসে ঘটনা ও তার অনুগামী হয়ে।কারণ ট্রাজেডি মানুষের অনুকরণ নয়,ঘটনা ও জীবনের অনুকরণ।নায়ক চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-ট্রাজেডির নায়ক হবে এমন একটি মানুষ যিনি তার বীরত্ব, শৌর্য, দৃঢ়তা এবং তারই সঙ্গে সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা ও আত্মিক মহত্ব নিয়ে আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করবে।তাঁর মতে,নাটকীয় চরিত্রের প্রধান চারটি গুণ হলো-
a)"সততা' অর্থাৎ চরিত্রটির ভালো ও মর্যাদাসম্পন্ন বীর্যবত্তার দিক।
b)'শোভনতা' হলো পুরুষের পৌরুষাভিমান বা নারীর কোমলতা।
c)'সাদৃশ্য' হলো বাস্তবতার দিক ,যা জীবনসত্যের অনুগত।
d)'সঙ্গতি' হলো চরিত্র যা করেছে বা বলেছে তার আনুপূর্বিক ও অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য।
পরিণতিতে এই নায়ক চরিত্রের পতন দেখে দর্শকের মনে করুনা ও ভয় জেগে উঠবে এবং ট্রাজেডির রসাবেদন সৃষ্টি করবে

৩)ভাষারীতি বা diction : ট্রাজেডির ষরঙ্গের মধ্যে ভাষারীতির গুরুত্বও আরিস্টটল স্বীকার করেছেন।ট্রাজেডির ভাষা ও ছন্দ গাম্ভীর্যপূর্ন হওয়া আবশ্যক।জীবনের গভীর সমস্যাকে,অনিবার্য দুঃখ-যন্ত্রণাকে হালকা,তরল,কৌতুককর ভাষায় উপস্থাপন করলে সার্থক ট্রাজেডি হয় না।এর ভাষা হবে অবশ্যই অলংকার সমৃদ্ধ,সৌন্দর্যমন্ডিত,ব্যঞ্জনাগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ যা গদ্য ও পদ্য উভয় মাধ্যমেই রচিত হতে পারে।

৪)দৃশ্যসজ্জা বা spectacle: আরিস্টটল বলেছেন দৃশ্যসজ্জা বিষয়টি নাট্যকারের নয়,অলংকারীর।তবে নাট্যকার নাটকের দৃশ্য সূচনায় দৃশ্যের বর্ণনা করতে পারেন।সেই অনুসারে মঞ্চসজ্জা হয়।বাইওয়াটার বলেছেন-পরিচ্ছদ বা রঙ্গমঞ্চ যিনি তৈরি করেন,তিনিই অলংকারী।বুচারের মতে-তিনি রঙ্গমঞ্চের কারিগর।গ্রাব বলেছেন-একালে যাকে বলে 'প্রডিউসার',আরিস্টটলের spectacle শব্দটি তারই প্রতিশব্দ।মঞ্চসজ্জা বাস্তবানুগ হওয়া দরকার।আরিস্টটল বলেন-এই দৃশ্য বা spectacle-এর একটা নিজস্ব আবেগময় আকর্ষণের দিক আছে।তবে কাব্যকলার সঙ্গে এটা তেমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত নয়।নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই দৃশ্যসজ্জার কথাটা এসেছে।

৫)গান বা melody: ট্রাজেডির ষরঙ্গে গান বা melody নামক অঙ্গ সবচাইতে বেশি আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য(the greatest pleasurable accessoires of Tragedy)।গ্রিক নাটকে 'কোরাস' গান ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গ।নাটকীয় অবস্থাটা কি,পাত্র-পাত্রীদের মনের খবর,ভবিষ্যৎ বা অতীতের কোনো কোনো বিষয় এই গানে ব্যক্ত হয়।

৬)অভিপ্রায় বা ভাবনা বা thought : একটা নাটক রচনা করতে গেলে তার পিছনে নাট্যকারের কিছু ভাবনা থাকে ।বলতে গেলে সেই ভাবনাই নাটকের পরিকল্পনার কাজ করে।সেই ভাবনাই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়ে পরিণতি লাভ করে।মানুষের সকল রকম কর্মের পেছনে দুটি কারণ থাকে:তার নৈতিক স্বভাব(Ethos) এবং ভাবাবেগ (Sentiment) - যাকে কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন চিন্তা বা অভিপ্রায়(Thought)।একারণেই আরিস্টটল বলেছেন-যে বলা যেতে পারে কিংবা যে পরিস্থিতিতে যা বলার উপযুক্ত, তা বলার শক্তিই হলো চিন্তা বা অভিপ্রায়(Thought)।

পরিশেষে বলা যায়,ট্রাজেডি বৃত্তের অনুকরণ।এই বৃত্তের বিকাশের জন্য পরিকল্পিত হবে চরিত্র ভাবনা,গীত, দৃশ্য ও কথা।এই সবকিছুর সমন্বয়ের দ্বারা ট্রাজেডি দর্শকধন্য হয়ে উঠবে।